স্মৃতি প্রমা নয় কেন ?

ন্যায়-বৈশেষিকগণ যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলেছেন। তাঁরা যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা না বলে যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলায়, বুঝতে হবে স্মৃতি যথার্থ হলেও তা প্রমা হবে না, কারণ অনুভব শব্দের অর্থ হল ঃ 'অনু প্রমাণব্যাপারাৎ পরং ভবতি যঃ সঃ অনুভবঃ' অর্থাৎ প্রমাণের ব্যাপারের পর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকেই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অনুভব বলে। কিন্তু স্মৃতির উৎপত্তিতে কোনো প্রমাণের ব্যাপার অপেক্ষিত হয় না। পূর্ব অনুভব জন্য সংস্কার উদবুদ্ধ হলে পর স্মৃতি উৎপন্ন হয়। আর তাই স্মৃতি অনুভব হতে ভিন্ন। যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলাতে অনুভব শব্দের দ্বারা স্মৃতির প্রমাত্ব খণ্ডিত হয়।

স্মৃতির প্রমাত্ব খণ্ডনের ক্ষেত্রে আরও যুক্তি এই যে, যখন প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ প্রভৃতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুব্যবসায় বা মানস প্রত্যক্ষ হয় প্রত্যক্ষয়ামি বা পশ্যামি, অনুমিনোমি, উপমিনোমি, শাব্দয়ামি ইত্যাদিরূপে তার প্রকাশ হয়, তেমনি 'অনুভবামি' এইরূপেও তার প্রকাশ হয়। 'অনুভবামি' এইরূপে উক্ত চতুর্বিধ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা অনুভবত্বজাতি সিদ্ধ হয়। আর এই অনুভবত্ব উক্ত চারটি জ্ঞানেই কেবলমাত্র থাকে। স্মৃতিতে থাকে না। স্মৃতিরূপ মানস প্রত্যক্ষ 'অনুভবামি'রূপে হয় না, হয় 'স্মরামি'রূপে। আর এইজন্য স্মৃতি অনুভব থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান। তাই স্মৃতিকে প্রমা বলা যাবে না।

স্মৃতির প্রমাত্ব খণ্ডনে আরও যুক্তি এই যে, স্মৃতিকে প্রমা বললে সংস্কার বা পূর্বানুভবকে প্রমাণ বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ - এই চারটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। সংস্কার বা পূর্বানুভব এই চারটির অন্তর্গত নয়। সংস্কার বা পূর্বানুভবকে পঞ্চম প্রমাণরূপে স্বীকার করলে গৌতম সূত্রের সাথে বিরোধ হবে। তাই ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্র সম্মতভাবে বলতে হয়, স্মৃতি প্রমা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে স্মৃতি যথার্থজ্ঞানরূপে গ্রাহ্য হলেও তা অনুভব থেকে ভিন্ন হওয়ায় স্মৃতি প্রমা হবে না। যথার্থ অনুভবই কেবল প্রমা।

প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখা ভালো যে, প্রমা জন্য যে সংস্কার উদবুদ্ধ হয় এবং সেজন্য যে স্মৃতি হয়, তাকে যথার্থ জ্ঞান বলে। যেমন ঘট ঘটত্ব প্রকার বিশিষ্ট - এইভাবে জ্ঞান হওয়ার পর সংস্কার জন্য স্মৃতি উৎপন্ন হলে, এই স্মৃতিকে যথার্থ জ্ঞান বলা হয়। আবার অপ্রমা জন্য যে সংস্কার উদবুদ্ধ হয় এবং তার জন্য যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তাকে অযথার্থ জ্ঞান বলে। শুক্তিতে রজতত্ব প্রকার বিশিষ্টের ভ্রম জ্ঞান হওয়ার পর সংস্কার জন্য স্মৃতি উৎপন্ন হলে এই স্মৃতিকে অযথার্থ জ্ঞান বলে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ